হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১

(২০২১ সনের ০৯ নং আইন)

বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকদের জন্য নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালন নিশ্চিতকরণ এবং এজেন্সিসমূহের নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রনীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকদের জন্য পবিত্র হজ ও ওমরাহ নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পালন নিশ্চিতকরণ এবং এজেন্সিসমূহের নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয়ে বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) “এজেন্সি” অর্থ বেসরকারিভাবে পবিত্র হজ বা ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো হজ বা ওমরাহ এজেন্সি;

(২) “ওমরাহ” অর্থ হজের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ব্যতীত শরিয়তের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত পন্থায় পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করা;

(৩) “ওমরাহ এজেন্সি” অর্থ কেবল ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো এজেন্সি;

(৪) “ওমরাহযাত্রী” অর্থ কোনো মুসলিম যিনি ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হইতে সৌদি আরবে গমন করেন এবং ওমরাহ পালন শেষে প্রত্যাবর্তন করেন;

(৫) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ ধারা ৭ এর অধীন নির্ধারিত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ;

(৬) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি:

(৮) "ব্যক্তি" অর্থে স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ কোনো কোম্পানি, সমিতি বা সংঘ, এজেন্সি, প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) "হজ" অর্থ হিজরি সনের জিলহজ মাসের ৯ (নয়) তারিখে আরাফায় অবস্থানসহ ৮ (আট) হইতে ১৩ (তেরো) তারিখ পর্যন্ত পবিত্র কাবা শরীফ মীনা, মুযদালিফা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানসমূহে শরিয়ত মোতাবেক নির্ধারিত ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন;

(১০) "হজ এজেন্সি" অর্থ কেবল পবিত্র হজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো এজেন্সি;

(১১) "হজ চুক্তি" অর্থ রাজকীয় সৌদি সরকারের সহিত বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত পবিত্র হজ পালন সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি;

(১২) "হজ প্যাকেজ" অর্থ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, ঘোষিত হজ সংক্রান্ত ব্যয় বিবরণী;

(১৩) "হজযাত্রী" অর্থ বাংলাদেশের কোনো মুসলিম নাগরিক যিনি পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন নিবন্ধন করেন, যিনি পবিত্র হজ পালনের জন্য বাংলাদেশ হইতে সৌদি আরবে গমন করেন এবং পবিত্র হজ পালন শেষে প্রত্যাবর্তন করেন।

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা

৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পবিত্র হজ ওমরাহ ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) সরকার, সুষ্ঠুভাবে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে, এক বা একাধিক বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান বা স্বীয় ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) কোনো এজেন্সি এই আইনের বিধান মোতাবেক পবিত্র হজ বা ওমরাহ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, হজ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তির প্রাক-নিবন্ধন এবং অতঃপর নিবন্ধন করিতে পারিবে।

(৫) পবিত্র হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি

৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, হজ ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ, সার্বিক পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একটি জাতীয় কমিটি গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি

৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, হজ ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ, সার্বিক পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সুষ্ঠুভাবে হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(খ) হজ প্যাকেজ অনুমোদন;

(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটির সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত কমিটির সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

হজ পালনের যোগ্যতা ও শর্তাদি

৬। হজ পালনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী হইতে হইবে;

(খ) নির্ধারিত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্য ঘোষিত হইতে হইবে;

(গ) আর্থিক সচ্ছলতা থাকিতে হইবে;

(ঘ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করিতে হইবে;

(ঙ) নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে;

(চ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা ও নির্ধারিত শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে;

(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো যোগ্যতা অর্জন ও শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ

৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, হজ ও ওমরাহ এজেন্সি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে।

এজেন্সি নিবন্ধন

৮। (১) এই আইনের অধীন নিবন্ধন সনদ গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি হজ বা, ক্ষেত্রমত, ওমরাহ এজেন্সি প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করিবেন না।

(২) কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক এজেন্সিকে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তিকে এই ধারার অধীন নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৪) কোনো এজেন্সি উহার আওতাধীন হজযাত্রী বা ওমরাহযাত্রীকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, চুক্তিবদ্ধ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করিবে।

(৫) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত কোনো এজেন্সি, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন নিবন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৬) নিবন্ধন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্তরূপ বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

নিবন্ধন আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাদি

৯। (১) কোনো ব্যক্তি এজেন্সি পরিচালনার জন্য নিবন্ধনের আবেদন করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বী না হন;

(খ) প্রাপ্তবয়স্ক না হন;

(গ) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী না হন;

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(ঙ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;

(চ) নিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সির স্বত্বাধিকারী, পরিচালক বা অংশীদার না হন;

(ছ) হজ এজেন্সির ক্ষেত্রে অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং ওমরাহ এজেন্সির ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর ট্রাভেল এজেন্সি পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হন;

(জ) এই আইন বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন না হন এবং শর্তাদি প্রতিপালন না করেন।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন যাচাই-বাছাই অন্তে সঠিক বিবেচনা করিলে, আবেদনকারীকে, নির্ধারিত পরিমাণ, জামানত প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৩) কোনো এজেন্সিকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, হজযাত্রী বা ওমরাহযাত্রীকে সেবা প্রদানের ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) নিবন্ধনপ্রাপ্ত এজেন্সির কোনো স্বত্বাধিকারী, পরিচালক বা অংশীদার কেবল একটি হজ এজেন্সি ও একটি ওমরাহ এজেন্সির নিবন্ধনপ্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

নিবন্ধন নবায়ন

১০। (১) নিবন্ধন বা নিবন্ধন নবায়নের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে এজেন্সিকে নিবন্ধন নবায়নের জন্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।